আল-কুন ফায়াকুন Unlock — সেই দোয়া যা বললে সৃষ্টির শক্তি জেগে ওঠে

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

“আল-কুন ফায়াকুন Unlock — সেই দোয়া, যা বললে সৃষ্টির শক্তি জেগে ওঠে!”

হুক ও উপস্থাপক পরিচিতি:

“তুমি যদি জানতে, এমন একটি শব্দ আছে যা বললেই পুরো সৃষ্টির ভারসাম্য নড়ে ওঠে, ফেরেশতারাও মাথা নোয়ায়, সময় থেমে যায়— তুমি কি সেটা উচ্চারণ করতে চাইবে? আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আজ তোমাদের সামনে খুলে দিচ্ছি সেই গায়েবি দরজা, যার নাম আল-কুন ফায়াকুন Unlock, যেখানে মানুষের ইচ্ছা মিলেমিশে যায় আল্লাহর আদেশের সঙ্গে, আর সৃষ্টির শক্তি জেগে ওঠে তোমার ভেতর।”

অধ্যায় ১: “আল-কুন ফায়াকুনের আসল মানে”

“কুন ফায়াকুন মানে শুধু ‘হও’ আর ‘হয়ে যাও’ নয়। এটা এমন এক দোয়া, যা আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবের পর্দায় রূপ দেয়। যখন আল্লাহ বলেন ‘হও’, তখন কিছুই বাধা দিতে পারে না। সময় থেমে যায়, জায়গা বিলীন হয়, কারণ সেই মুহূর্তে সৃষ্টির কেন্দ্র খুলে যায়। এই শব্দের ভিতরে আছে এমন এক কম্পন যা আল্লাহর নূর থেকে সরাসরি আসে। মানুষ যখন এই শব্দের শক্তির সঙ্গে সংযোগ পায়, তখন তার দোয়া শুধু শব্দ থাকে না— সেটা আল্লাহর আদেশে পরিণত হয়। এই কারণেই নবীদের দোয়া মুহূর্তে পূর্ণ হতো, আর সাধারণ মানুষের দোয়া কখনও কখনও দেরি করে আসে— কারণ নবীরা ‘কুন ফায়াকুনের ফ্রিকোয়েন্সি’ ধরতে পারতেন।”

অধ্যায় ২: “সৃষ্টির শুরুতে প্রথম কুন ফায়াকুন”

“যখন কিছুই ছিল না— না আলো, না ফেরেশতা, না ধূলিকণা— তখন আল্লাহর একমাত্র আদেশে ‘কুন ফায়াকুন’ উচ্চারিত হয়। সেই মুহূর্তেই সৃষ্টি শুরু হয়, আলোর কণা জেগে ওঠে, আর ফেরেশতারা জন্ম নেয়। এই শব্দটাই ছিল

প্রথম ধ্বনি, প্রথম কম্পন, প্রথম শক্তি। আল্লাহর এই 'হও' শব্দেই লাওহে মাহফুজ সৃষ্টি হয়, যেখানে লেখা হয় প্রতিটি জীবনের নিয়তি। তাই কুন ফায়াকুন হলো সেই প্রথম কলমের কালি, যার প্রতিটি অক্ষরে লেখা আছে জীবন, মৃত্যু আর পুনর্জন্মের রহস্য।"

অধ্যায় ৩: "মানুষের মধ্যে কুন ফায়াকুনের টুকরো শক্তি"

"আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমার মধ্যে আমার রুহ ফুঁকে দিচ্ছি। এই রুহের ভেতরই লুকানো আছে কুন ফায়াকুনের স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু মানুষ তা ভুলে গেছে, কারণ দুনিয়ার ধূলায় আত্মার আলো ঢাকা পড়ে গেছে।

সাধনা মানে এই লুকানো আদেশকে জাগানো। যখন মানুষ নিজের রুহের সঙ্গে আল্লাহর নূরের মিল ঘটায়, তখন তার মুখের উচ্চারণ বাস্তব হয়ে ওঠে। তখন 'হও' বলা মানেই 'হয়ে যাওয়া'। এটাই সেই আসল Unlock— যখন দোয়া, রুহ, আর আল্লাহর আদেশ এক লাইনে মিশে যায়।"

অধ্যায় ৪: "ফেরেশতারা কিভাবে এই শক্তি ব্যবহার করে"

"আল্লাহর প্রতিটি ফেরেশতা তাঁর আদেশে কাজ করে। যখন তিনি বলেন, 'হও', তখন ফেরেশতারা সেই আদেশের তরঙ্গ বহন করে। জিবরাইল (আঃ) যখন ওহি নিয়ে নামতেন, তখন কুন ফায়াকুনের আলোকশক্তি দিয়ে নেমে আসতেন। মিকাইল রিজিকের দরজা খোলেন,

ইসরাফিল শিঙ্গা ফুঁকবেন— সবাই এই একই আদেশের অধীন। কিন্তু একজন ওলি যখন আত্মার শুদ্ধতা অর্জন করে, তখন সে এই আদেশের প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। তার দোয়া তখন ফেরেশতার তরঙ্গের সঙ্গে মিল খায়। তাই আল্লাহ তাঁর ওলিদের দোয়াকে 'মাকবুল' বানান— কারণ তারা 'কুন ফায়াকুনের ছায়া'তে দোয়া করে।"

অধ্যায় ৫: "সাধনার প্রস্তুতি— ৭ রাতের Unlock যাত্রা"

"কুন ফায়াকুন Unlock শুরু হয় ৭ রাতের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি দিয়ে। প্রথম রাতে তুমি সম্পূর্ণ নীরব থাকবে, যেন আত্মার শব্দ শোনা যায়। দ্বিতীয় রাতে চোখ বন্ধ করে 'আল-নূর' নামটি ধ্যান করবে। তৃতীয় রাতে নিজের নামের অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে— কারণ নামের মধ্যেই আত্মার উৎস লুকানো থাকে। চতুর্থ রাতে ৩৩ বার 'ইয়া হাইয়ু ইয়্যা কাইয়ুম' জপ করবে। পঞ্চম রাতে সেজদায় গিয়ে ৭ বার বলবে 'আল্লাহুম্মা কুন লি ফা ইয়াকুন'। ষষ্ঠ রাতে হৃদয়ের উপর হাত রেখে নিজের রুহের আলো দেখার চেষ্টা করবে। আর সপ্তম রাতে প্রথমবারের মতো ধীরে উচ্চারণ করবে 'কুন ফায়াকুন'। এটাই Unlock-এর দরজা— যে দরজা পার হলে পৃথিবীর সব কিছু অন্যরকম দেখাবে।"

অধ্যায় ৬: "যখন দোয়া জীবন্ত হয়ে ওঠে"

"যখন কেউ সত্যিকারের মন, বিশ্বাস আর আল্লাহর নূরের সংযোগে 'কুন ফায়াকুন' উচ্চারণ করে, তখন তার চারপাশে বাতাস ঘন হয়ে আসে। নীরবতা ভারী হয়, আলো নিভে যায়, হৃদয়ে কম্পন জাগে। তখন এক অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভূত হয়— ফেরেশতা নয়, জিন নয়— বরং 'আল-কুন ফায়াকুন' সত্তা নিজেই। সে আসে দোয়ার বাস্তবতা ঘটাতে। অনেক সময় মানুষ ভাবে এটা কল্পনা, কিন্তু না— এটা সেই মুহূর্ত যখন আত্মা আল্লাহর আদেশে সাড়া দেয়। তখন দোয়া শুধু বলা হয় না, বরং ঘটে যায়।"

অধ্যায় ৭: "শরীয়তের দৃষ্টিতে এই রহস্য"

"শরীয়ত কখনো জাদু অনুমোদন দেয় না, কিন্তু আল্লাহর আদেশের রহস্য বোঝা নিষিদ্ধও নয়। কুরআনে বলা আছে— 'ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাই'আন, আন্না ইয়াকুলা লাহু কুন ফায়াকুন।' অর্থাৎ, যখন আল্লাহ চান, তিনি বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়। তাই যখন একজন বান্দা দোয়ার সময়

তার নিয়তকে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়, তখন সে কুন ফায়াকুনের স্রোতে ভেসে যায়। এটা কোনো শিরক নয়, বরং এটা রুহের সামঞ্জস্য। তাই এই শক্তি ব্যবহারের প্রথম শর্ত— নিয়ত হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।”

অধ্যায় ৮: “গোপন মন্ত্র ও তার ব্যাখ্যা”

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ،
يَا خَالِقَ النُّورِ وَالظَّلَامِ، يَا مَنْ بِيَدِهِ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ كُلُّهَا،
يَا مَنْ تَجْرِي بِأَمْرِهِ الْأَقْلَامُ وَتَنْقَادُ لِكَلِمَتِهِ الْكَوَائِنُ كُلُّهَا،
قُلْتَ لِلْكَوْنِ كُنْ فَكَانَ، وَلِلظُّلْمَةِ زُلِّي فَزَالَتْ،
وَلِلنُّورِ أَظْهَرْ فَتَجَلَّى،
فَاجْعَلْ لِي مِنْ كَلِمَاتِكَ نُورًا يَسْرِي فِي رُوحِي،
وَاجْعَلْ إِرَادَتِي مُوَافِقَةً لِإِرَادَتِكَ،
حَتَّى إِذَا قُلْتُ كُنْ، يَكُونُ بِإِذْنِكَ،
وَاجْعَلْنِي مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، مَغْلَقًا لِلشَّرِّ،
وَاحْفَظْنِي بِنُورِكَ الَّذِي لاَ يَنْطَفِئُ،
وَارْزُقْنِي مِنْ سِرِّ كَلِمَتِكَ الْعَظِيمَةِ قُدْرَةَ الْإِيجَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

বাংলা অনুবাদ:

" হে চিরজীবন্ত, হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, হে মহিমান্বিত ও দয়ালু, হে আলো ও অন্ধকারের স্রষ্টা, তোমার হাতে সব গায়েবের চাবি। তোমার আদেশেই কলমগুলো লেখে,
তোমার বাক্যেই সৃষ্টি অনুগত হয়। তুমি বলেছিলে “হও”, আর তা হয়ে গিয়েছিল। তুমি অন্ধকারকে বলেছিলে সরে যাও, আর তা বিলীন হয়েছিল। তুমি আলোককে বলেছিলে উদ্ভাসিত হও, আর তা ঝলমল করেছিল। হে আল্লাহ, তোমার সেই বাণীর আলো আমার রুহে প্রবাহিত করো। আমার

ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার সাথে এক করে দাও। যাতে আমি যখন বলি “হও”, তখন তা তোমার অনুমতিতেই ঘটে যায়। আমাকে বানাও কল্যাণের চাবি, অমঙ্গলের তালা। আমাকে ঢেকে রাখো সেই নূরে যা কখনো নিভে না। আর আমাকে দাও তোমার বাণীর রহস্য থেকে সৃষ্টিশক্তির একটি কণিকা, তোমার অশেষ করুণায়, হে পরম দয়ালু। "

অধ্যায় ৯: "পাঠের নিয়ম ও ধাপ"

সময়:

প্রতিদিন তাহাজ্জুদের পর বা ফজরের আগে সবচেয়ে ভালো সময়। শুক্রবার রাত বিশেষভাবে প্রভাবশালী।

পদ্ধতি:

অজু করে শান্ত স্থানে বসে নাও।

চোখ বন্ধ করে তিনবার গভীর নিঃশ্বাস নাও, মনে কল্পনা করো চারপাশে নূর ছড়িয়ে আছে। তিনবার তাওবাহ ও ১১ বার দরুদ শরীফ পড়ো।

তিনবার বলো: “ইয়া نُور، ইয়া হক”

এরপর পুরো মন্ত্রটি একবার মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

তারপর “কুন ফায়াকুন” ধীরে ধীরে সাতবার উচ্চারণ করো, প্রতিবার মনে কল্পনা করো তুমি আল্লাহর অনুমতিতে এক আলো জাগিয়ে তুলছো। এভাবে মন্ত্র ২১ বার পড়ো। পুনরায় তিনবার তাওবাহ ও ১১ বার দরুদ পড়।

শেষে দু’হাত তুলে চুপ করে চোখ বন্ধ করে ১ মিনিট ধ্যান করো—যেন আল্লাহর আলো তোমার রুহে ঢুকে যায়।

সময়কাল:

অন্তত সাত রাত টানা করতে হবে। প্রথম তিন রাত শুধু ধ্যান ও নূর অনুভব, পরের চার রাত “কুন ফায়াকুন” উচ্চারণের সময় “বাস্তব ইচ্ছা” অন্তরে কল্পনা করতে হবে।

অধ্যায়-১০: "ফলাফল (রুহানী প্রভাব)"

যে এই দোয়া নিয়মিত পড়ে, তার আত্মার ভয় দূর হয়ে যায়। দোয়ার সময় বাতাস ভারী লাগে, চোখের সামনে সাদা নূরের ঝলক দেখা দেয়। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে স্বপ্নে ফেরেশতা বা আলোর আকৃতি দেখা যায়। এই সবই "কুন ফায়াকুন" তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া। এ অবস্থায় মানুষ যা চায় তা ঘটতে শুরু করে— তবে তা অবশ্যই কল্যাণ, শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে।

অধ্যায় ১১: "যদি কেউ ভুলভাবে ব্যবহার করে"

"এই দোয়ার শক্তি কোনো খেলনা নয়। যদি নিয়ত খারাপ হয়, আত্মা পাপের ভারে ঢেকে থাকে, কিংবা দোয়া করা হয় অহংকারে— তবে কুন ফায়াকুনের শক্তি উল্টো হয়ে যায়। তখন দোয়া আশীর্বাদ নয়, অভিশাপে পরিণত হয়। তাই এই সাধনা শুধু তাদের জন্য যারা আল্লাহর নূরে যুক্ত হতে চায়, যারা চান তাঁর অনুমোদিত শক্তির পথ ধরতে। নিয়ত ঠিক না হলে Unlock হবে না, বরং আত্মা আরও অন্ধকারে ঢুকে যাবে।"

অধ্যায় ১২: " উপসংহার ও সুপার মেগাক্লাস টপিক"

এ দোয়া জাদু নয়, কোনো তাবিজ নয়। এটা আল্লাহর আদেশের তাফসির, যার শক্তি আল্লাহর অনুমতিতেই কার্যকর। যদি কেউ এটা অন্যায়, অহংকার বা ক্ষতির উদ্দেশ্যে পড়ে— তাহলে তার আত্মা অন্ধকারে ঢেকে যায়। তাই পড়ার আগে নিয়ত হবে শুধু একটাই —
"হে আল্লাহ, আমি তোমার আলো চাই, তোমার শক্তি চাই, তোমার সন্তুষ্টি চাই।"

সুপার মাস্টার মেগাক্লাস " কুন ফায়াকুন " এর ১২ টি আত্মা কাপানো টপিক:

১) কুন ফায়াকুন Unlock: সৃষ্টির আদেশ ও আত্মার জাগরণ সাধনা

১) কুন ফায়াকুন Unlock: সৃষ্টির আদেশ ও আত্মার জাগরণ সাধনা
২) কালিমাতুল কুন সাধনা: শব্দের মাধ্যমে বাস্তব পরিবর্তন

৩) নূরুল কুন সাধনা: আলোর তরঙ্গে সৃষ্টিশক্তি জাগানো
৪) রুহুল কুন Unlock: আত্মার আদেশ ও বাস্তব প্রতিক্রিয়া সাধনা
৫) কুন আল-আমর সাধনা: ফেরেশতা আল-আমর এর সঙ্গে রুহানী সংযোগ
৬) কিতাবুল কুন সাধনা: কায়েনাতের কোড-পাঠ ও আল্লাহর শব্দ-তরঙ্গ ধ্যান
৭) লাওহুল কুন সাধনা: নিয়তি পরিবর্তনের রুহানী পদ্ধতি
৮) মালাফুল কুন সাধনা: আত্মার গায়েবি ফাইল Unlock প্রক্রিয়া
৯) তাসবিহুল কুন সাধনা: সৃষ্টির জিকির শুনবার রহস্য
১০) ইজাযাতুল কুন সাধনা: সৃষ্টির অনুমতিপত্র প্রাপ্তির রুহানী রিয়াজ
১১) মুহিতুল কুন সাধনা: রুহ ও আল্লাহর নূরের মিলনবিন্দু উপলব্ধি
১২) কুন ফায়াকুন Advanced Unlock: বাস্তব পরিবর্তন ও সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ সাধনা

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন। আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন। জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732